দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 03 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

পরীক্ষা পদ্ধতি ॥ পাসের হার ॥ মেধার উৎকর্ষ ইত্যাদি প্রশ্ন

কিছুদিন আগে দেশের চারটি বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। পত্রপত্রিকার খবরে মনে হয়েছে—শিক্ষাক্ষেত্রে বুঝি একটা প্রলয় কান্ড ঘটে গেছে। সর্বত্রই একটা—কি হল কি হল ভাব। প্রায় সকল মহলেই প্রশ্ন—এ কেমন হল।

এবার নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে পাস করেছে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী। স্টারের সংখ্যা অগণন। তৃতীয় বিভাগ নেই বল্লেই চলে। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে শতাব্দির আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। এবংএ নিয়েই হৈচৈ।

এবারের পরীক্ষার ফলে আর একটি চিত্র হচ্ছে— শেখ–সৈয়দ–মোগল–পাঠান–ব্রাহ্মণ–ক্ষত্রিয়–বৈশ্য–শূদ্রের ভেদাভেদের প্রায় বিলোপ। বেশ কয়েক বছর ধরে বোর্ডের পরীক্ষার প্রথম–দ্বিতীয় হওয়া এক ধরনের স্কুলের একচেটিয়া হয়ে গিয়েছিল। এই কুলীন স্কুলের ছাত্রদের পিছনে ফেলা ছিল বড্ড কষ্টকর। এবার কিছুটা হলেও সে বাঁধ ভেঙ্গেছে। সবচেয়ে ভাল ছাত্রটি আসছে একটি জেলা সদরের অনেক দূরের একটি গ্রামের স্কুল থেকে।

কিন্তু লেখালেখি বা হৈচৈ এ নিয়ে হয়নি। হৈচৈ হয়েছে এবং হচ্ছে ছাত্রদের আশ্চর্যজনক ভাল ফল করা নিয়ে। প্রশ্ন উঠেছে—এ ঘটনা ঘটল কি করে। এত প্রথম বিভাগ এবং স্টার পেল কি করে। এ' কেমন ধরনের পরীক্ষা। এতে মুড়ি মুড়কি এক দাম হয়ে গেল নাকি। এবং লিখতে লিখতে বলতে বলতে অনেকে যেন ধরেই নিলেন এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা চলতে পারে না। এ পদ্ধতি আর নয়। তাই একটা কিছু করতে হবে।

আর এক দলের মাথা ব্যথা হল এত প্রথম বিভাগ এবং স্টার পাওয়া ছাত্রছাত্রীয় ভর্তি নিয়ে। তাদের প্রশ্ন—এত মানসম্পন্ন কলেজ কোথায়। রাজধানী বা সারাদেশে 'ভাল কলেজ' বলতে মাত্র হাতে গোণা কয়েকটি কলেজকে বুঝায়। তা হলে কি হবে। কোথায় যাবে এ মেধাবী ছাত্ররা। লিখে লিখে প্রায় প্রমাণ করে ফেলা হল—শিক্ষাক্ষেত্রে দেশ আজ বিরাট সংকটের মুখোমুখি।

কিন্তু সমস্যাটি কি তেমন? বেশী সংখ্যক ছাত্রছাত্রী স্টার পাওয়া বা প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ পাওয়া ব্যতীত পরীক্ষার ফলের ক্ষেত্রে কোন হেরফের হয়েছে কি। কেউ কেউ ভাল করা কি পরীক্ষার পাসের হার বৃদ্ধির লক্ষণ। এতে কি মনে হতে পারে যে শিক্ষার মান বাড়ছে বা হ্রাস পাচ্ছে। পরিসংখ্যান কিন্তু তা বলে না।

চারটি বোর্ডের হিসাবে জানা গেছে—গত বছর চারটি বোর্ডে পাসের হার ছিল ৬৪·৯৫ শতাংশ। এ বছর পাসের হার ৬১·৬০ শতাংশ। গত বছর প্রথম বিভাগে পাসের হার ছিল ১৩·৬৯ শতাংশ। এবার ৪৫·৫২ শতাংশ। গতবার তৃতীয় বিভাগে পাসের হার ছিল ৪১·৮৮ শতাংশ। এবার ১৩·৩৫ শতাংশ। দ্বিতীয় বিভাগের কোন হেরফের নেই।

এতে হৈচৈ করার মত কিছু আছে কি? স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে পাসের হার হ্রাস পেয়েছে। এবং এই পাস করা ছাত্রদের ভর্তি বা উচ্চশিক্ষা নিয়ে সংকট দেশে আগেও ছিল, এবারও থাকবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর নিশ্চয়ই মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েনি।

প্রশ্ন উঠেছে এত ভাল মেধাবী ছাত্রদের পড়বার মত কলেজ কোথায়। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকায়ই এই মেধাবী ছাত্রদের ভিড় বেশী। অথচ ভাল কলেজ বা কলেজে আসনের সংখ্যা তেমন নয়।

এ প্রশ্নের একটি সহজ জবাব হতে পারে। জবাবটি হচ্ছে—আগের মতই এ সমস্যার সমাধান হবে। কলেজ সংখ্যা বা আসন সংখ্যা না বাড়লে পূর্বের মতই মেধা অনুসারে ভর্তির ব্যবস্থা বা সুযোগ হবে। এতে অনেক ছাত্রছাত্রী ভাল কলেজ বলে পরিচিত কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। অনেকে হয়ত কোন কলেজেই আসন পাবে না। হয়ত প্রশ্ন উঠবে কলেজে কলেজে দ্বিতীয় শিফট চালু করার। এবং এটাই স্বাভাবিক। তাই সমস্যাটি প্রথম বিভাগ বা স্টার পাওয়ার নয়। সমস্যাটি উচ্চ শিক্ষার এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগের। এত বেশী সংখ্যক ছাত্রছাত্রী প্রথম বিভাগ বা স্টার না পেলেও এ সমস্যাটি দেখা দিত। এবং প্রতিবছর দেখা দেয়।

নির্মল সেন

তবে দুঃখজনক হলেও একটি অদ্ভুত মানসিকতা আমাদের দেশে বিরাজ করছে এই ভাল আর খারাপ ছাত্র নিয়ে। সকলেরই চিন্তা এই পরীক্ষার "ভাল করা" ছাত্রদের নিয়ে। এই রাজধানীর অনেক কলেজত নিয়ম করে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নির্ধারিত খারাপ ছাত্রদের জন্য দুয়ার বন্ধ করেছে। এ ধরনের ছাত্রদের ভাল কলেজে পড়ে খারাপ থেকে ভাল হবার পথ রুদ্ধ করা হয়েছে সিদ্ধান্ত নিয়ে। এমনকি কোন কোন সরকারী কলেজে ঢাকার বাইরের ছাত্রদের রাজধানীর কলেজে ভর্তি নিয়ে অতিরিক্ত কড়াকড়ি করা হয়েছে। যেমন এ ধরনের কলেজে ঢাকায় ছাত্ররা এসএসসিতে মোট ৭০০ নম্বর পেলে তাদের ভর্তি ফর্ম দেয়া হচ্ছে। কিন্তু ঢাকার বাইরের ছাত্রদের জন্য করা হয়েছে ভিন্ন নিয়ম। ঢাকার বাইরের ছাত্রদের ৭৫০ নম্বর না পেলে ভর্তি ফর্ম দেয়া হচ্ছে না। এ সিদ্ধান্ত থেকে মনে হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হয়ত মনে করেন যে ঢাকার বাইরের ছাত্ররা নকল করে বেশী নম্বর পায়। বা, বেশী নম্বর পেলেও ঢাকার ছাত্রদের সমতুল্য নয়।

এ অসম বিধান কি করে চালু আছে। কি করে সরকারী কলেজে চালু করা হয়েছে তা আদৌ বোধগম্য নয়। এবং এই চিন্তা থেকেই এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর এমন হৈচৈ শুরু হয়েছে বলে মনে হয়। চিন্তা হচ্ছে আহা! এত ভাল মেধাবী ছাত্র কোথায় যাবে। কোথায় ভর্তি হবে।

তবে এর পরেও চিন্তা ভাবনা আছে নিঃসন্দেহে। বিবেচনা আছে পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে। যদিও দৈনিক বাংলার রিপোর্টের প্রতিবাদ জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দৈনিক বাংলার রিপোর্টে বলা হয়েছিল ৯৪ সালে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি তুলে দেয়া হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, এটা ভিত্তিহীন কথা। দৈনিক বাংলার খবরে বলা হয়েছিল, প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি সংশোধন করা হচ্ছে। দৈনিক বাংলায় এ সংক্রান্ত বিস্তারিত খবরাখবর ছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবাদে বলা হয়েছে—দৈনিক বাংলার খবর ভিত্তিহীন। তবে পরীক্ষা পদ্ধতি আরো বস্তুনিষ্ঠ ও এর মানের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ ব্যাপারে চিন্তা–ভাবনা, ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

আমার প্রশ্ন এখানেই। আমার আবেদন, আদৌ যদি কোন কিছু পরিবর্তন করা হয় পরীক্ষা পদ্ধতিতে তাহলে যেন বিশদভাবে চিন্তা–ভাবনা এবং আলোচনা করেই সেটা করা হয়। আমাদের জীবনে পাকিস্তান আমলে শিক্ষা নিয়ে শরীফ কমিশন দেখেছি। হামদুর রহমান কমিশন দেখেছি। অটো প্রমোশন দেখেছি। বাংলাদেশ আমলে কুদরত–ই–খোদা কমিশন ও আব্দুল মজিদ কমিশন দেখেছি। গত বছর ঢাকায় কতিপয় ছাত্রের মিছিলের ফলে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির সংশোধন হতে দেখেছি। দেখে শুনে মনে হয়েছে সর্বত্রই একটি অস্থিরতা বিরাজ করছে। এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এ অস্থিরতা আদৌ শুভ নয় বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ পরিস্থিতিতেই আবার এসএসসি পরীক্ষা আসছে। শরৎকালীন অবকাশের পর টেষ্ট পরীক্ষা শুরু হবে। অর্থাৎ পরীক্ষায় বসতে আর এক মাস/দেড় মাসের প্রতীক্ষা। এর মধ্যে শিক্ষা পদ্ধতি বা পাঠ্যক্রম–এর মৌলিক কোন পরিবর্তন আদৌ সম্ভব নয় বলে আমার ধারণা। এ খবর গ্রাম বাংলায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে। গ্রামের স্কুলে নতুন কোন পদ্ধতি বা পাঠ্যক্রম তালিম দিতে আর এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই গ্রামের স্কুলের শিক্ষক এবং শিক্ষার হাল জানেন। তাই তাদের কাছে প্রার্থনা, এই স্বল্প সময়ে বড় ধরনের কোন পরিবর্তন যেন না করা হয় এবং এ পরিবর্তন আত্মস্থ করার মত সময় যেন প্রতিটি স্কুলে পায়। নইলে দেখা যাবে এই নতুন নিয়ম গলাধকরণের জন্য টেস্টের পর প্রতিটি স্কুলে অতিরিক্ত ক্লাস নিতে হচ্ছে। এমনকি নতুন পদ্ধতি শিখাবার জন্য শিক্ষকদেরও একদফা প্রশিক্ষণ দিতে হচ্ছে। সে সময় কি এখন আছে? মৌলিক কোন পরিবর্তন করে গ্রাম–গ্রামান্তরে এই স্বল্প সময়ে কি পৌঁছে দেয়া যাবে। সে জন্য নতুন কোন পুস্তক প্রয়োজন হলে সে পুস্তক কি এ সময় সহজলভ্য হবে? আমি বলছি গ্রাম বাংলার অসংখ্য নিরন্ন গরীব অভিভাবকদের সন্তানদের কথা। আমার আবেদন, কোন সিদ্ধান্ত যেন এদের ক্ষতিগ্রস্ত না করে।

আমি মনে করি, শিক্ষাব্যবস্থা বা শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা ধীরে সুস্থে হওয়া প্রয়োজন। হট করে পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় বা বাস্তবসম্মত নয়।